ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাত্রিংশত্তম সংখ্যা
মার্চ ২০০৬/ফাল্গুন ১৪১২

একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের বৈবাহিক সন্তুষ্টি: একটি সমীক্ষা

ড. নিয়াজ আহম্মেদ*

Abstract: *The present study aims at investigating marital satisfaction of single and dual earner couples. The sample of the study consisted one hundred taking fifty-five from single and fifty-five from dual earners. The subject was selected based on purposive sampling. The study was conducted in Sylhet City. To measure the marital satisfaction of both the couples, a structured questionnaire is used. The importance was given on various aspects of marital satisfaction like social, economical, psychological and emotional. The result indicates that dual earner couples have more marital satisfaction than the single earners. Some factors have influence on satisfaction of marital life over couples' lives. Result also indicates that differences of age and educational qualifications between husband and wife are wider among single earners as compared with their counterparts. However, dual earners enjoy more influence on many matters over their lives as compared with single earners. Mutual understanding is more among dual earners than the single earners. In order to increase the marital satisfaction in couples' lives, respect from each other, free consultation, exchanging views and ideas on family matters, spending maximum time for each other, polite behaviour can be considered effectively. Consequently, changing social attitude, prepare oneself based on fast-changing society and become responsible for each other are also be considered in this connection.*

১.০ ভূমিকা

মানব সমাজে বিবাহ একটি সামাজিক বন্ধন হিসেবে স্বীকৃত। আবার আইনগত ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় সকল ধর্মেই বিবাহ একটি দেওয়ানী চুক্তি (civil contract)। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ একটি সামাজিক প্রপঞ্চ (social phenomenon)। বিবাহকে বিবেচনা করে না এমন কোন দেশ কিংবা সমাজ পৃথিবীতে বিরল। যদিও বিবাহের ধরন ও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন সমাজ এবং দেশের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালে বিবাহের অস্তিত্ব ছিল না। কালের পরিক্রমায়, সময়ের পরিবর্তন এবং সামাজিক উৎকর্ষতার জন্য বিবাহ প্রথার শুরু হয়। আর এ প্রথার জন্য সমাজ ব্যবস্থা একটি শৃংখলাপূর্ণ অবস্থানে পৌছায়। আমাদের সমাজে প্রধানত একগামী বিবাহ (monogamy) প্রথার প্রচলন সমাদৃত, তথাপিও বহুগামী বিবাহ (polygamy) ব্যবস্থার সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য সাধারণত পারিবারিক সম্মতিতেই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবুও পারিবারিক অসম্মতিতে বিবাহের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম নয়।

বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন আমাদের দেশে সমাজ স্বীকৃত। যেখানে প্রাত্যহিক জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি ও সন্তুষ্টির একটি বিরাট অংশ জড়িত। এর মাধ্যমে শুরু হয় দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনের সাথে বৈবাহিক সন্তুষ্টির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে সন্তুষ্টির মাত্রা। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যাবলী অন্যতম। পরিবারের এ কাজ সাধারণত পরিবারের পুরুষ বা কর্তা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকত। কিন্তু বর্তমানে এর কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, মেয়েরা গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম যেমন- সন্তান

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

লালন-পালন, রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজগুলো করবে। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে এবং পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। বর্তমানে মেয়েদের বহুবিধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে যা তাদের বৈবাহিক জীবনে প্রভাব ফেলছে।

পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের কর্তৃত্ব অবিসংবাদিতভাবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের ক্ষমতা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষদের কর্তৃত্বের বলয়ে। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতগুলো উৎসের কথা Strong and Devault (1986) উল্লেখ করেছেন, যেগুলো সম্পর্কের মাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করে। যেমন- আইনগত অধিকার, অর্থ, শারীরিক শক্তি এবং ভালবাসা।[১] এগুলো একদিকে যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে সহায়তা করে, পাশাপাশি দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতেও কোন কোন উৎস কাজ করে। এই উৎসগুলোর সাথে আবার একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে অর্থিক অবদান অনেক ক্ষেত্রে সমান থাকে বিধায় সম্পর্কের মাত্রার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আবার, একক চাকুরিজীবী পরিবারের ক্ষেত্রে স্বামী যদি চাকুরিজীবী হন, তাহলে সংসারের কর্তৃত্ব তার উপর থাকে। অর্থাৎ স্বামীর হাতে অর্থ ও ক্ষমতা দুটোই থাকে যার মাধ্যমে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামীর একক আধিপত্য বজায় থাকে। আবার দ্বৈত চাকুরিজীবী পরিবারে স্ত্রীর হাতে অর্থ ও ক্ষমতা দু'টোই থাকে বিধায় মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক সন্তুষ্টি পরিপূর্ণ মনে করা হয় বলে পরিবারে স্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

সম আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে বৈবাহিক সন্তুষ্টির যোগসূত্র রয়েছে। বৈবাহিক ভূমিকার সমতা (equality in marital role) বৈবাহিক সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। Keith and Schefer (1985) মত প্রকাশ করেছেন যে, Middle aged and elderly wives who perceived the division of task such as cooking and housekeeping as unequal were more depressed and dissatisfied with their roles than wives who perceived the division of those tasks as equalitarian.[২] আবার অবসর সময় কাটানোর সাথেও বৈবাহিক সন্তুষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। Holman and Tacquart (1988) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, "the family (or couple) that plays together, stays together should be amended to include:..... if they have a great deal of communication while they play. With our couples, at least joint leisure without high levels of perceived communication has at best no association with, and at worst a negative association with, marital satisfaction."[৩]

এমন ধারণা পোষণ করা হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যখন চাকুরি করেন তখন উভয়েই সংসারে কম সময় দিতে পারেন। নিজেদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, সন্দেহের প্রবণতা বাড়ে যার জন্য বৈবাহিক জীবনে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশপাশি একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের ক্ষেত্রে সংসারে সন্তানদের সঠিকভাবে লালন পালন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম হয়। সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক একটি ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত হয়।

২.০ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

বৈবাহিক সন্তুষ্টির মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ের উপর গবেষণা আমাদের দেশে নিতান্তই কম যেখানে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। অবশ্য উন্নত দেশসমূহে এ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম। এ সংক্রান্ত গবেষণার পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

২.১ স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। Sunita and Dave (1982) 'A Comparative Study of Conjugal Relationship in Young, Middle-aged and Elderly Couples' শিরোনামে একটি গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছেন। গবেষণায় সাধারণ দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ষাট জোড়া দম্পতিকে নির্বাচন করে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, তরুণ বয়সী দম্পতিরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে মধ্যবয়সী এবং বয়স্ক দম্পতিদের চেয়ে শারীরিকভাবে বেশি সক্ষম। এজন্য তাদের বৈবাহিক সন্তুষ্টির মাত্রাও তুলনামূলকভাবে বেশি। অধিকাংশ তরুণ ও মধ্য বয়সী স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের বান্ধবী (girl friend) থাকা আপত্তিকর বলে মনে করেন যা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, বেশির ভাগ স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রাধান্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে স্বামীরা স্ত্রীদের আন্তঃসম্পর্কে সমকক্ষ হিসেবে চান। সবগুলো দম্পতি জৈবিক চাহিদার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দম্পতিদের বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ প্রবণতা মানুষে মানুষে ভিন্ন হয়। দেখা যায় যে, বাইরের জগতের আকর্ষণ কমে যাওয়ায় পরিবারের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে যা বৈবাহিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে। বিয়ে-পরবর্তী দাম্পত্য জীবন যৌথ পরিবারের শৃংখলে বাঁধা। অতিমাত্রার রক্ষণশীলতা বৈবাহিক সন্তুষ্টির প্রতিবন্ধক। এখানে দ্বিমুখী বক্তব্যের অবতারণা করা হয়। প্রথমত, বয়স বাড়ার সাথে সাথে দম্পতি সংসারে বেশি সময় দিতে পারে যা তাদের বৈবাহিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, বিয়ের পরে রক্ষণশীলতার জন্য সংসারে অধিক সময় দিতে হয়, যার ফলে অনেক দম্পতি নিজেদের অসুখী মনে করেন। এতে প্রতীয়মান হয়, বৈবাহিক সন্তুষ্টির সাথে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় [৪]।

২.২ বৈবাহিক অস্থায়িত্বের জন্য স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দায়ী যা বিবাহ বিচ্ছেদকে উৎসাহিত করে। Bumass and Sweet (1970) তাঁদের "Differentials in Marital Instability" শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বৈবাহিক অস্থায়িত্বের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দায়ী, যার মূল কারণ হলো বৈবাহিক অসন্তুষ্টি। এখানে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলতে স্বামী-স্ত্রীর বয়স, শিক্ষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, স্বামীর পেশা, বিবাহের পরে স্ত্রীর চাকুরি, পড়াশুনা ইত্যাদি বুঝিয়েছেন [৫]। পারিবারিক জীবনে বৈবাহিক সন্তুষ্টির সাথে শ্রম বিভাজনও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। Suttor (1991) তাঁর Marital Quality and Satisfaction with the Division of Household Labour across the Family Life Cycle -শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি শ্রমের সুষম বণ্টন করে কাজ করেন তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, চাকুরিজীবী স্ত্রীকে বাইরে কাজ করে এসেও ঘরে শ্রম দিতে হয়। কিন্তু

অধিকাংশ স্বামীর ক্ষেত্রে তার উল্টোটা দেখা যায়। যার ফলে কেউ কারো মতামতের গুরুত্ব দিতে চায় না। এরূপ অবস্থার পরিবর্তনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের সচেতনতা, সুষম শ্রম বণ্টন ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আনয়ন প্রয়োজন [৬]।

২.৩ সমাজের সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানে বিবাহিতরা অবিবাহিতদের চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। Srivastava (১৯৯৫) কলেজ ছাত্রদের উপর একটি গবেষণা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় ধরনের ছিল। শিক্ষার্থীদের যেসকল বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হয়েছিল সেগুলো হলো- পারিবারিক, স্বাস্থ্যগত, সামাজিক, আবেগীয় এবং সমাজের সার্বিক ক্ষেত্রে। ফলাফলে দেখা যায় যে, পারিবারিক ক্ষেত্রে অবিবাহিতরা বিবাহিতদের চেয়ে বেশি সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যগত, সামাজিক, আবেগীয় ও সার্বিক ক্ষেত্রে বিবাহিতরা অবিবাহিতদের চেয়ে বেশি সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে[৭]। Tabassum Khan (1999) দ্বৈত উপার্জনকারী ও দম্পতিদের মধ্যকার বৈবাহিক অস্থায়িত্বের উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। ঢাকা শহরকে তিনি গবেষণার জন্য নির্বাচন করেন। তাঁর অনুকল্প (hypothesis) ছিল- Married women's involvement in job market has some negative effects on their marital disharmony. তাঁর গবেষণার ফলাফল হলো – The working women favouring sharing housework at all times between spouses have less conflict and maxium mal-adjustment than who are in favour of sharing domestic workers occasionally[৮]. Rahman and Sorcar (1981) অনুসন্ধান করেছেন যে, Whether there is any difference between dual career women and full time in housewives in terms of marital satisfaction in Dhaka city. গবেষণায় নব্বইজন দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতি এবং একশত ছয়জন একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের (মহিলারা অ-চাকরিজীবী) কাছ তেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলাফলে দেখা গেছে যে, There is no significant difference between dual career women and fulltime housewives in terms of marital satisfaction. [৯]

উপর্যুক্ত প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যলোচনা শেষে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, বৈবাহিক সন্তুষ্টির সাথে অনেকগুলো প্রত্যয় জড়িত যেমন, বয়স, পেশা, দম্পতিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট, জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ইত্যাদি। পাশাপাশি শ্রমবিভাজনও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্য উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কের মাত্রার সরাসরি সম্পর্ক কোন গবেষণায় ফলাফলে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, বৈবাহিক সন্তুষ্টির মাত্রার ক্ষেত্রে একক কর্মজীবী ও দ্বৈত কর্মজীবী দম্পতিদের সন্তুষ্টির মাত্রার কোন ব্যবধান রয়েছে কিনা তা নিরূপণ করার লক্ষ্যে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়।

৩.০ গবেষণার যৌক্তিকতা

পারিবারিক জীবনে বৈবাহিক সন্তুষ্টি বিষয়টি চিরন্তন। ক্রমাগত নগরায়ন ও আধুনিকীকরণের প্রভাবে বস্তুগত ও অবস্তুগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে চাওয়া পাওয়া এবং নিত্য নতুন চাহিদার। পরিবারের চাহিদা, কার্যাবলী ও ভূমিকার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে দ্বন্দ্ব কিংবা কখনও কখনও সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

সামাজিক এই ভূমিকার ভিন্নতার জন্য একক চাকুরিজীবী পরিবার পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সংকটে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণত কম ঝুঁকির মধ্যে থাকে। যেহেতু স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের মধ্যে একজন গৃহে অবস্থান করেন, যেহেতু পারিবারিক কার্যাবলী সম্পাদনে দ্বন্দ্বের অবস্থান কম থাকে। কিন্তু যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বাইরে কাজ করেন সেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি হতে পারে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের জন্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে, যা বৈবাহিক সন্তুষ্টির জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ দু'ধরনের দম্পতির মধ্যে সন্তুষ্টির মাত্রা জানার জন্য গবেষণা কর্মটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বৈবাহিক জীবন ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। দম্পতিদের বয়স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশাগত অবস্থান, একে অন্যের প্রতি যত্নশীলতা, সহনশীলতা ও সহযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বৈবাহিক সন্তুষ্টির সাথে জড়িত। দম্পতিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক উৎকর্ষ, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সক্ষমতা, দম্পতিদের মধ্যে নিবিড় আবেগ অনুভূতি প্রভৃতিও বৈবাহিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া নানাবিধ অপ্রীতিকর ঘটনা যেমন- যৌতুক, প্রতিহিংসা, আর্থিক সংকট, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ও বৈবাহিক সন্তুষ্টির সাথে সরাসরি জড়িত। বৈবাহিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপর্যুক্ত বিষয়াবলীর বাস্তব অবস্থা উদঘাটনের জন্যও বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে।

৪.০ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো সিলেট শহরে বসবাসরত একক এবং দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের বৈবাহিক সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানা। সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়-

ক) একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।

খ) একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের পারিবারিক জীবনের সামাজিক সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

গ) উভয় দম্পতিদের অর্থনৈতিক, ও মানসিক সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানা।

ঘ) একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের বৈবাহিক সন্তুষ্টির প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণের পন্থা উদ্ভাবন করা।

৫.০ গবেষণার ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

একক চাকুরীজীবী দম্পতি: একক চাকুরিজীবী দম্পতি বলতে বুঝানো হয়েছে যে পরিবারে কেবল স্বামী/স্ত্রী চাকুরিজীবী।

দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতি: দ্বৈত চাকুরিজীবী বলতে সেই দম্পতিকে বুঝানো হয়েছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চাকুরিরত।

বৈবাহিক সন্তুষ্টি: Atchley (1982) বৈবাহিক সন্তুষ্টি সম্পর্কে বলেছেন যে, Marital satisfaction is generally defined as an individuals perception of the quality of his or her marriage.[১০] আলোচ্য গবেষণায় বৈবাহিক সন্তুষ্টি বলতে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় প্রয়োজন পূরণকে বুঝানো হয়েছে।

সিলেট শহর: সিলেট শহর বলতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাকে বুঝানো হয়েছে।

৬.০ গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

গবেষণাটি একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক জরিপ যার মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যমান তথ্য উদঘাটন করা। এখানে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (descriptive research method) ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি এটি একটি সমস্যা নির্ণায়ক গবেষণা (diagnosis research) । সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সিলেট শহরে বসবাসরত সকল একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতি গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন কৌশল ব্যবহার করে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। পঁচিশজন একক চাকুরিজীবী দম্পতি এবং পঁচিশজন দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতি গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং নমুনার প্রতিটি ব্যক্তিকে উত্তরদাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক উৎসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎসসমূহের মধ্য থেকে প্রশ্নমালা-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে কেননা উত্তরদাতার মধ্যে সকলেই কম-বেশি লেখাপড়া জানত। বাংলাভাষায় লিখিত আবদ্ধ ধরনের প্রশ্নপত্র সম্বলিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের শুদ্ধতা নিরুপণের জন্য এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশ্নপত্রকে পূর্ব-পরীক্ষণপূবর্ক মানসম্মত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাজকর্ম বিভাগের চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে প্রথমত যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। এরপর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যবালীকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭.০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক) গবেষণার ক্ষেত্রে 'সম্ভাবনা নমুনায়ন কৌশল' একটি অতি বৈজ্ঞানিক নমুনায়ন কৌশল। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় এ কৌশল ব্যবহার করা যায়নি। সিলেট শহরে একক এবং দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। যার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ।

খ) গবেষণা কর্মটি কেবলমাত্র সিলেট শহরের সীমিত সংখ্যক একক ও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের উপর পরিচালিত হয়েছে বিধায় গবেষণা ফলাফল দেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম নাও হতে পারে। আর এ কারণে গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৮.০ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৮.১ বয়স

বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। Lee (১৯৭৭) বৈবাহিক সন্তুষ্টির সাথে বয়সের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, There is a significant positive relationship remains between age at marriage and marital satisfaction. There is also a small positive correlation between age of marriage and marital satisfaction for females.[১১] আমাদের দেশের সাধারণ সংস্কৃতি হলো ছেলেরা তার চেয়ে কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের স্ত্রীদের মধ্যে ৩৬.০০ শতাংশের বয়স ২৫-৩০ বছরের মধ্যে, তুলনায় ৪৪.০০ শতাংশ স্বামীদের বয়স ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে। আবার ৪৫ কিংবা তদূর্ধ্ব বয়সের স্বামীদের সংখ্যা ২৪.০০ শতাংশ অথচ একই বয়সের স্ত্রীদের সংখ্যা মাত্র ১৬.০০ শতাংশ। একক চাকুরিজীবী স্বামীরা যেহেতু বিবাহের ক্ষেত্রে চাকুরিকে প্রাধান্য দেননি সেহেতু তারা তাদের চেয়ে কম বয়সী মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পাশাপাশি স্ত্রীদের প্রতি কর্তৃত্ব আরোপও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে দেখা যায় যে, ৪০.০০ শতাংশ স্বামীদের বয়স ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে যেখানে ৩২.০০ শতাংশ স্ত্রীদের বয়স একই পরিসরের মধ্যে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের বয়সের ব্যবধান দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের বয়সের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। চাকুরির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা একটি বড় বিষয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে লেখাপড়া শেষ করে চাকুরিতে প্রবেশ করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। যার জন্য হয়তো দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের বয়সের ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম বলে ধারণা করা হয়েছে।

সারণি-১ : উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

বয়স (বছরে)	একক চাকরিজীবী দম্পতি				দ্বৈত চাকরিজীবী দম্পতি				মোট
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	
২৫-৩০	৩	১২.০০	৯	৩৬.০০	২	৮.০০	৬	২৪.০০	২০ (২০.০০)
৩০-৩৫	১১	৪৪.০০	৬	২৪.০০	১০	৪০.০০	৮	৩২.০০	৩৫(৩৫.০০)
৩৫-৪০	৩	১২.০০	৩	১২.০০	৭	২৮.০০	৩	১২.০০	১৬(১৬.০০)
৪০-৪৫	২	৮.০০	৩	৮.০০	১	৪.০০	২	৮.০০	৮ (৮.০০)
৪৫+	৬	২৪.০০	৪	২৪.০০	৫	২০.০০	৬	২৪.০০	২১ (২১.০০)
মোট	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	১০০(১০০.০০)

৮.২ শিক্ষাগত যোগ্যতা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে অধিকাংশ (৭২.০০ শতাংশ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অধিকারী। পক্ষান্তরে, তাদের

স্বামীদের মধ্যে এ স্তরে কাউকে পাওয়া যায়নি অর্থাৎ সকলেই স্নাতক বা তার চেয়ে বেশি শিক্ষা অর্জন করেছেন। পাশাপাশি দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী। চাকুরির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা একটি বড় বিষয়। যেহেতু একক চাকুরিজীবী স্বামী বিয়ের ক্ষেত্রে চাকুরিকে প্রাধান্য দেয়নি, সেহেতু বিয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে কম। পক্ষান্তরে, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি হওয়ায় তারা বেশি সংখ্যক চাকুরি করছেন। সাধারণত মনে করা হয় যে, উচ্চ শিক্ষিত ছেলেরা উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের পছন্দ করে। আবার চাকুরিকে প্রাধান্য দিলে শিক্ষাগত যোগ্যতা সামনে চলে আসে। পাশাপাশি একজন কর্মজীবী নারী তার চেয়ে কম বয়স কিংবা কম মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি বাধা থাকতে পারে। এসকল প্রেক্ষাপটে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের তুলনায় কম বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণি- ২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর	একক চাকরিজীবী দম্পতি				দ্বৈত চাকরিজীবী দম্পতি				মোট
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	
মাধ্যমিক	-	-	৯	৩৬.০০	-	-	-	-	৯ (৯.০০)
উচ্চ মাধ্যমিক	-	-	৯	৩৬.০০	-	-	৬	২৪.০০	১৫ (১৫.০০)
স্নাতক	১৩	৫২.০০	৫	২০.০০	৬	২৪.০০	৭	২৮.০০	৩১ (৩১.০০)
স্নাতকোত্তর	৯	৩৬.০০	২	৮.০০	১৫	৬০.০০	৯	৩৬.০০	৩৫ (৩৫.০০)
অন্যান্য	৩	১২.০০	-	-	৪	১৬.০০	৩	১২.০০	১০ (১০.০০)
মোট	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	১৫	১০০.০০	১০০(১০০.০০)

৮.৩ পেশার ধরন

গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে সকলেই গৃহিণী। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, স্বামী হলো পরিবারের আর্থিক যোগানদাতা। প্রকৃতপক্ষে স্বামীদের দায়িত্ব হলো স্ত্রীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। বাস্তবেও এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় কেননা এমন কোন দম্পতি পাওয়া যায়নি যেখানে স্ত্রী চাকুরিজীবী, স্বামী চাকুরিজীবী নয়। দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই প্রায় একই ধরনের পেশায় কর্মরত। শতকরা ১৬.০০ স্বামী যেখানে ডাক্তারী পেশায় কর্মরত সেখানে ১২.০০ শতাংশ স্ত্রী ডাক্তারী পেশায় কর্মরত। আবার অন্যান্য পেশার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে শতকরা ২৮.০০ শতাংশ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। পারস্পরিক বোঝাপড়া, প্রেমঘটিত বিবাহ ইত্যাদি কারণে হয়তো জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ই একই ধরনের পেশাকে বেছে নিয়েছেন যা তাদের সুন্দর, সুশৃংখল জীবন যাপন এবং সর্বোপরি বৈবাহিক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সারণি- ৩ : উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

পেশার ধরণ	একক চাকরিজীবী দম্পতি				দ্বৈত চাকরিজীবী দম্পতি				মোট
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	
শিক্ষক	৯	৩৬.০০	-	-	৭	২৮.০০	১০	৪০.০০	২৬ (২৬.০০)
ডাক্তার	-	-	-	-	৪	১৬.০০	৩	১২.০০	৭ (৭.০০)
ব্যাংকার	৪	১৬.০০	-	-	৬	২৪.০০	৪	১৬.০০	১৪ (১৪.০০)
এ্যাডভোকেট	-	-	-	-	১	৪.০০	১	৪.০০	২ (২.০০)
গৃহিনী	-	-	২৫	১০০.০০	-	-	-	-	২৫ (২৫.০০)
অন্যান্য	১২	৪৮.০০	-	-	৭	২৮.০০	৭	২৮.০০	২৬ (২৬.০০)
মোট	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	১০০ (১০০.০০)

৮.৪ সামাজিক সন্তুষ্টি: মূল্যায়ন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও একত্রে বেড়ানো সংক্রান্ত

একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মূল্যায়নে দেখা যায়, অধিকাংশ (৮৪.০০ শতাংশ) স্ত্রী কর্তৃক খুব বেশি মূল্যায়িত হচ্ছে। কিন্তু স্বামী কর্তৃক স্ত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশি এবং মোটামুটি মূল্যায়ন পাচ্ছেন। পক্ষান্তরে, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে উভয়ের অর্থাৎ একে অপরের মূল্যায়নের মাত্রা প্রায় সমান। গবেষণায় এটা প্রতীয়মান, সাধারণত একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের ক্ষেত্রে স্বামী একা চাকুরী করেন এবং এককভাবে অর্থনৈতিক অবদান রাখেন। পারিবারিক কর্মকাণ্ড এখানে ভাগ করা থাকে। পাশাপাশি স্ত্রীদের বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বামীদের চেয়ে তুলনামূলক কম। একারণে তাদের একে অপরের প্রতি স্বীকৃতিদানের প্রবণতা কম। পক্ষান্তরে, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে সমান অর্থনৈতিক অবদান, পারিবারিক কাজে সমান অংশগ্রহণ, পারস্পরিক মান সম্মত আন্তঃ সম্পর্কের কারণে মূল্যায়নের মাত্রা সমান সমান। শিক্ষা ও বয়সও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একারণে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের বৈবাহিক সন্তুষ্টি একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ একক দম্পতিদের চেয়ে দ্বৈত চাকুরীজীবী দম্পতিদের মধ্যে কিছুটা বেশি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যবধান খুব কম। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সামাজিকতার একটি বড় নিয়ামক। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ডে দম্পতিদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে অনেক ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয় না।

সারণি ৪ ঃ সামাজিক সন্তুষ্টিঃ মূল্যায়ন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং একত্রে বেড়ানোর মাত্রা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সামাজিক সন্তুষ্টির মাত্রা	মূল্যায়ন								সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ								একত্রে বেড়ানো							
	একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি				একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি				একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি			
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী	
	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা
খুব বেশী	৯	৩৬	২	৮	১১	৪৪	১১	৪৪	২	৮	২	৮	৩	১২	২	৮	২	৮	২	৮	৩	১২	৩	১২
বেশী	১২	৪৮	১৪	৫৬	১০	৪০	১০	৪০	৬	২৪	৪	১৬	৯	৩৬	৯	৩৬	৪	১৬	৫	২০	৯	৩৬	১০	৪০
মোটামুটি	৪	১৬	৯	৩৬	৪	১৬	৪	১৬	১৫	৬০	১৮	৭২	১৩	৫২	১৪	৫৬	১৭	৬৮	১৪	৫৬	১২	৪৮	১২	৪৮
কখনও না	-	-	-	-	-	-	-	-	২	৮	১	৪	-	-	-	-	২	৮	৪	১৬	১	৪	-	-
মোট	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০

স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং টেকসই হয় একত্রে বেড়ানো, খোলামেলা আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে। Crawford and others (2002) তাঁদের গবেষণার ফলাফলে দেখিয়েছেন যে, ... spouses joint pursuit of leisure activities enhance their satisfaction with marriage, a dictum that has been accorded a level of legitimacy quite discorporate to the evidence supported it.[১১] গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে বেশি ও মোটামুটি মাত্রায় একত্রে বেড়ানোর প্রবণতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যদিও একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে একত্রে বেড়ানোর প্রবণতা রয়েছে তথাপিও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দম্পতি কখনও একত্রে বেড়াতে যাননি। দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিরা চাকুরি করার পরও যতটুকু সময় পান একত্রে বেড়াতে পছন্দ করেন। হয়তো কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে অস্বস্তি অনুভব থেকেও একত্রে বেড়ানোর মনোবৃত্তি জাগতে পারে। আবার তাদের মধ্যকার দূরত্ব কমানো কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একত্রে বেড়ানোর প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যেতে পারে। সর্বোপরি, পরিপূর্ণ বৈবাহিক সন্তুষ্টি থেকেও এ ধরনের মনোভাব গড়ে উঠা অস্বাভাবিক নয়।

৮.৫ আর্থিক সন্তুষ্টি

একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে অধিকাংশ (৯২.০০ শতাংশ) স্বামী আর্থিক দিক দিয়ে সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে, ১৬.০০ শতাংশ স্ত্রী আর্থিক দিক থেকে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। পরিপূর্ণ এবং মোটামুটি সন্তুষ্ট স্ত্রীদের সংখ্যাও স্বামীদের চেয়ে কম। স্বামী একা আয় করেন বিধায় আর্থিক সংকট থাকা অনেকটা স্বাভাবিক। আর একারণে হয়তো সন্তুষ্টির মাত্রাও কম। এর সাথে বৈবাহিক সন্তুষ্টিরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক স্বামী-স্ত্রী আর্থিক দিক থেকে মোটামুটি সন্তুষ্ট। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, ৮.০০ শতাংশ স্ত্রী আদৌ আর্থিক দিক থেকে সন্তুষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ২০.০০ শতাংশ স্বামী আদৌ আর্থিক দিক থেকে সন্তুষ্ট নয়। যদিও দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিরা উভয়ই আয় করেন তথাপিও দম্পতিদের মধ্যে আর্থিক অসন্তুষ্টির মাত্রা একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে কম নয়। বেতন কাঠামো, উন্নত জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষার জন্য এধরনের মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। ধারণা করা হচ্ছে যে, দ্বৈত উপার্জনকারীদের চেয়ে একক উপার্জনকারী স্বামী আয় কম করেন না বিধায় আর্থিক সন্তুষ্টির মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়নি।

সারণি - ৫ : উত্তরদাতাদের আর্থিক সন্তুষ্টির মাত্রা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

আর্থিক সন্তুষ্টির মাত্রা	একক চাকরিজীবী দম্পতি				দ্বৈত চাকরিজীবী দম্পতি				মোট
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	
পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি	৬	২৪.০০	৬	২৪.০০	৬	২৪.০০	৮	৩২.০০	২৬ (২৬.০০)
মোটামুটি সন্তুষ্টি	১৭	৬৮.০০	১৫	৬০.০০	১৪	৫৬.০০	১৫	৬০.০০	৬৬ (৬৬.০০)
আদৌ না	২	৮.০০	৪	১৬.০০	৫	২০.০০	২	৮.০০	১৩ (১৩.০০)
মোট	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৫	১০০.০০	১৫	১০০.০০	১০০ (১০০.০০)

৮.৬ আবেগীয় সন্তুষ্টি: বিতর্কে নিজেকে সঠিক মনে করা ও প্রভাব বিস্তারের মাত্রা সংক্রান্ত

সারণি ৬ ঃ আবেগীয় সন্তুষ্টিঃ বিতর্কে নিজেকে সঠিক মনে করা এবং প্রভাব বিস্তারের মাত্রা সংক্রান্ত বিন্যাস

আবেগীয় সন্তুষ্টির মাত্রা	বিতর্কে নিজেকে সঠিক মনে করা								প্রভাব বিস্তারের মাত্রা							
	একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি				একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি			
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী	
	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা
খুব বেশী	৪	১৬	৩	১২	৪	১৬	১	৪	২	৮	২	৮	৯	৩৬	৪	১৬
বেশী	৭	২৮	১০	৪০	৮	৩২	৬	২৪	৫	২০	১১	৪৪	৮	৩২	৯	৩৬
মোটামুটি	১৩	৫২	১১	৪৪	১৩	৫২	১৬	৬৪	১৬	৬৪	১০	৪০	৬	২৪	১০	৪০
কখনও না	১	৪	১	৪	-	-	২	৮	২	৮	২	৮	২	৮	২	৮
মোট	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০

দাম্পত্য জীবনে নিজেদের চিন্তা, চেতনা ও মতামতকে সঠিক মনে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা দাম্পত্য জীবনের সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, বিতর্কে নিজেকে সঠিক মনে করার ক্ষেত্রে একক চাকুরিজীবী স্বামী-স্ত্রী নিজেকে মোটামুটি সঠিক মনে করে যথাক্রমে ৫২.০০ শতাংশ ও ৪৪.০০ শতাংশ। আর বেশি সঠিক মনে করে যথাক্রমে ২৮.০০ শতাংশ ও ৪০.০০ শতাংশ। অপরদিকে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে নিজেকে মোটামুটি সঠিক মনে করেন স্বামীদের ক্ষেত্রে ৫২.০০ শতাংশ এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৬৪.০০ শতাংশ। আর নিজেকে বেশি সঠিক মনে করেন স্বামীদের ক্ষেত্রে ৩২.০০ শতাংশ এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ২৪.০০ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোটামুটি নিজেকে সঠিক মনে করার ক্ষেত্রে একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের সংখ্যা বেশি। দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, তাদের বেশিরভাগেরই ধারণা থাকে যে, তারা উভয়ই পরিপক্ক এবং সমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার অধিকারী। আর একারণে বিতর্কের ক্ষেত্রেও একই ধারণা পোষণ করছেন বলে ধারণা হচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রভাব বিস্তারের মাত্রা যথাক্রমে ৬৪.০০ শতাংশ ও ৪০.০০ শতাংশ। আর বেশি প্রভাব বিস্তারের মাত্রা যথাক্রমে ২০.০০ শতাংশ ও ৪৪.০০ শতাংশ। অপরদিকে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে মোটামুটি প্রভাব বিস্তারের মাত্রা স্বামীর ক্ষেত্রে ২৪.০০ শতাংশ এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৪০.০০ শতাংশ এবং বেশি প্রভাব বিস্তারের মাত্রা যথাক্রমে ৩২.০০ শতাংশ এবং ৩৬.০০ শতাংশ। দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের মাত্রা তুলনামূলকভাবে একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে বেশি, কেননা উভয়ই শিক্ষিত ও চাকুরি করার ফলে তাদের মধ্যে একটি উত্তম আন্তঃসম্পর্ক থাকে। দু'জনে চাকুরিতে সম্পৃক্ত থাকার ফলে তারা একে অপরকে সহজে বুঝতে পারে, সুবিধা অসুবিধা ভাগাভাগি করে নিতে পারে এবং কোন সমস্যায় পতিত হলে দু'জন চিন্তা ভাবনা করে তার সমাধানের পথ বের করতে পারে। ফলে তাদের মধ্যে বিশ্বাস, অধিকারবোধ, পাস্পরিক আস্থা সুদৃঢ় হয়। যার কারণে প্রভাব বিস্তারের মাত্রা দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৮.৭ আবেগীয় সন্তুষ্টি: নিজেকে নিরাপদ মনে করা ও সিদ্ধান্তে অটল থাকা সংক্রান্ত

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, নিজেকে নিরাপদ মনে করার ক্ষেত্রে একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে স্বামীরা ৪৮.০০ শতাংশ বেশি এবং ২৮.০০ শতাংশ খুব বেশি বলে মত দিয়েছেন এবং স্ত্রীদের মধ্যে ৬০.০০ শতাংশ বেশি এবং ২৮.০০ শতাংশ খুব বেশি বলে জানিয়েছেন। তুলনায় দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে ৪৪.০০ শতাংশ স্বামী বেশি এবং ২৮.০০ শতাংশ স্বামী মোটামুটি এবং স্ত্রীদের মধ্যে ৫২.০০ শতাংশ বেশি এবং ৪৪.০০ শতাংশ খুব বেশি বলে মত দিয়েছেন। একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের নিরাপদ মনে করার মাত্রা দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। পরিবারে স্বামী বা স্ত্রী একজন চাকুরি করলে এমনিতেই অপরজনের নির্ভরশীলতা চলে আসে। ফলে স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের কাছে সবচেয়ে বেশি অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বামী বা স্ত্রীই তার একমাত্র

অবলম্বন বা আশ্রয়স্থল বলে মনে করে। এ কারণে নিজেকে নিরাপদ মনে করার প্রবণতা বেশি বলে ধারণা করা হয়েছে।

সারণি ৭ ঃ আবেগীয় সন্তুষ্টিঃ নিজেকে নিরাপদ মনে করা ও সিদ্ধান্ত অটল থাকার মাত্রা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

আবেগীয় সন্তুষ্টির মাত্রা	নিজেকে নিরাপদ মনে করা								সিদান্তের অটল থাকা							
	একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি				একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি			
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী	
	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা
খুব বেশী	৭	২৮	৭	২৮	১১	৪৪	১১	৪৪	১	৪	৭	২৮	৫	২০	২	৮
বেশী	১২	৪৮	১৫	৬০	৭	২৮	১৩	৫২	৫	২০	১১	৪৪	৬	২৪	৫	২০
মোটামুটি	৫	২০	৩	১২	৭	২৮	১	৪	১৬	৬৪	৭	২৮	১৪	৫৬	১৫	৬০
কখনও না	১	৪	-	-	-	-	-	-	৩	১২	-	-	-	-	৩	১২
মোট	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০

দম্পতিদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে অটল থাকার ক্ষেত্রে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে বেশি মাত্রার প্রবণতা গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়। পরিবারে একক আর্থিক অবদানের জন্য একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে স্বামীরা একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করে থাকেন। তাদের ধারণা পরিবারের সকল ক্ষমতা তাদের হাতে। পাশাপাশি সনাতন মন মানসিকতা, ও পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা চেতনাও এক্ষেত্রে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৮.৮ মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি: বিশ্বস্ততার পরিমাণ, বোঝা মনে করা এবং যত্নবান হওয়া সংক্রান্ত

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা বৈবাহিক সন্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করে। দম্পতিদের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা (well-being) বৈবাহিক সন্তুষ্টির একটি বড় নিয়ামক। Beach, Whisman and Oleary (1994) উল্লেখ করেছেন, Marital satisfaction appears to be an important determinant of psychological well being. Marital distress has been associated with a host of psychological difficulties. [১৩]। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে ৫৬.০০ শতাংশ স্বামী তাদের স্ত্রীদের এবং ৪৪.০০ শতাংশ স্ত্রী তাদের স্বামীদের বেশি মাত্রায় বিশ্বস্ত মনে করেন। অপরদিকে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে ৪৮.০০ শতাংশ স্বামী তাদের স্ত্রীদের এবং ৪৮.০০ শতাংশ স্ত্রী তাদের স্বামীদের বেশি মাত্রায় বিশ্বস্ত মনে করেন। একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীগণ বেশি মাত্রায় স্বামীর উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে স্বামীদের বিশ্বস্ততার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। পক্ষান্তরে, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে পেশার ধরন এবং সমান শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়ায় বিশ্বস্ততার মাত্রা একই ধরনের।

দম্পতিদের মধ্যে ঝগড়া, পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিলে দম্পতিরা একে অপরকে বোঝা মনে করতে পারেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে ৮০.০০ শতাংশ স্ত্রী তাদের স্বামীদের এবং ৬০.০০ শতাংশ স্বামী তাদের স্ত্রীদের কখনও বোঝা মনে করেন না। অপরদিকে দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের ক্ষেত্রে ৭২.০০ শতাংশ স্ত্রী তাদের স্বামীদের এবং ৮৮.০০ শতাংশ স্বামী তাদের স্ত্রীদের কখনও বোঝা মনে করেন না। একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের স্বামী কর্তৃক স্ত্রীদের বোঝা মনে করার প্রবণতা বেশি বলে ধারণা করা হয়। পাশাপাশি দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে উভয়ই স্বাবলম্বী হওয়ায় এ প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম।

সারণি ৮ ঃ মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টিঃ উত্তরদাতার বিশ্বস্ততারমাত্রা, বোঝা মনে করা ও যত্নবান হওয়ার মাত্রা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সামাজিক সন্তুষ্টির মাত্রা	বিশ্বস্ততা								বোঝা মনে করা								যত্নবান হওয়া							
	একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি				একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি				একক চাকুরিজীবী দম্পতি				দ্বৈতচাকুরিজীবী দম্পতি			
	স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী		স্বামী		স্ত্রী	
	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা	গণ সংখ্যা	শত করা
খুব বেশী	৬	২৪	৭	২৮	৮	৩২	১০	৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	১২	১	৪	৮	৩২	৬	২৪
বেশী	১৪	৫৬	১১	৪৪	১২	৪৮	১২	৪৮	১	৪	৩	১২	-	-	-	-	১৬	৬৪	১৭	৬৮	১১	৪৪	১০	৪০
মোটামুটি	৫	২০	৭	২৮	৫	২০	৩	১২	৪	১৬	৭	২৮	৭	২৮	৩	১২	৬	২৪	৬	২৪	৬	২৪	৮	৩২
কখনও না	-	-	-	-	-	-	-	-	২০	৮০	১৫	৬০	১৮	৭২	২২	৮৮	-	-	১	৪	-	-	১	৪
মোট	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০	২৫	১০০

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। পারস্পরিক সেবাযত্ন এক্ষেত্রে বৈবাহিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধিতে সহায়ক। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যত্নবান হওয়ার মাত্রার ক্ষেত্রে একক চাকুরিজীবী দম্পতি দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিরদের চেয়ে বেশি মাত্রার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে একক চাকুরিজীবী পরিবারে উভয়েরই ব্যস্ততা সমান নয় বিধায় পরিবারে বেশি সময় দিতে পারে। আর যেজন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি বেশি যত্নবান হতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

৯.০ সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণাটি সিলেট শহরের পচিঁশজন একক এবং পঁচিশজন দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে প্রশ্নপত্র কৌশল ব্যবহার করে বৈবাহিক সন্তুষ্টির বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো-

ক) গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। যার জন্য তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে দম্পতিদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান কমানোর প্রতি সর্বাত্নক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। সম-বয়স এবং সম-শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামী-স্ত্রী হলে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হয়। পাশাপাশি নারীশিক্ষা বৃদ্ধির প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এখানে অগ্রগণ্য।

খ) একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীদের মূল্যায়নের মাত্রা দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। যার জন্য তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সন্তুষ্টির মাত্রাও ভাল নয়। নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের প্রতি মূল্যায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। নারী অর্থনৈতিক অবদান রাখতে পারুক বা না পারুক, তাদের প্রতি অবমূল্যায়ন তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার সামিল। পাশাপাশি নারীশিক্ষার সাথে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক পর্যায় থেকে ভূমিকা পালনের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের দাবি রাখে।

গ) গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের মধ্যে একে অপরের প্রতি প্রভাব বিস্তারের মাত্রা একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। এতে করে তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক উন্নত হয়। দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। কিন্তু একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের ক্ষেত্রে এটা বেশি লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সহনশীল হওয়া, মতামতের গুরত্ব দেয়া এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি গুরুত্বের দাবি রাখে।

ঘ) একক চাকুরিজীবী দম্পতির মধ্যে একে অপরের প্রতি যত্নবান হওয়ার মনোভাব দ্বৈত চাকুরিজীবী দম্পতিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। অথচ বিষয়টি বৈবাহিক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান। এক্ষেত্রে একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের স্বামীদেরকে মুখ্য ভূমিকা পালনা করতে হবে। তাদের স্ত্রীগণ তাদের প্রতি অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতি অযত্নবান হওয়া উচিত হবে না। এক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত জরুরী।

১০.০ উপসংহার

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে তখনই স্বাবলম্বী হবে যখন নারী-পুরুষ সমানভাবে কর্মে নিয়োজিত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে কর্মজীবী নারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যেসকল পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চাকুরিজীবী সেসকল পরিবারে বৈবাহিক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, কেননা এখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামাজিক মর্যাদাবোধ, সচেতনতা, আর্থিক নিরাপত্তা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এমনকি বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একক চাকুরিজীবী দম্পতিদের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন। যার জন্য স্বামীরা তাদের উপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। অনেক সময় একারণে পারিবারিক বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশে নারীশিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কম। কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ হওয়ার কারণে স্বামীর সংসারে ভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না যা বৈবাহিক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বৈবাহিক সন্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণ, আস্থা অর্জন, নারীশিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন; পাশাপাশি পুরুষদের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তন। সরকার ও নীতি নির্ধারকদের এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যা নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে এবং বৈবাহিক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Strong, Bryan and Christine Devault (1986) The Marriage and Family Experience, West Publishing Company, New York.

২. Keith, P.M and Schafer R.B (1985) "Equity, Role Strains and Depression among Middle-aged and other Men". In W.A Peterson and J Quadagno (eds) Social Bonds in Later Life. Beverly Hills. CA: Sage.

৩. Holmen, Thomas B and Mary Jacquart (1988) "Leisure Activity Patterns and Marital Satisfaction": A Further Test, Journal of Marriage and the Family, Vol- 50, No-1 pp- 69-77.

৪. Sunita Jain Ms and Mrs Parul Dave (1982) "A Comparative Study of Conjugal Relationships in Young. Middle-Aged and Eldearly Couples". The Journal of Family Welfare, Vol- 18, No-4.

৫. Bumpass, Larry L. and James A. Sweet (1972) "Differential in Marital Instability", American Sociological Review, University of Wisconsin, December, Vol-37, No- 6.

৬. Suttor Jill. J (1982), "Marital Quality and Satisfaction with the Division of Household Labour across the Family Life Cycle", Journal of Marriage and the Family, Vol- 53, pp- 221-230.

৭. Srivastava, Prabha (1995) 'Effect of Marriage on Adjustment of Male and Female Students', Indian Psychological Review, Vol- 44, No. 3- 4, Jan-Feb pp-34-40.

৮. Tabassum Khan, Lubna (1999) "Marital Instability in Dhaka, Bangladesh with Special Reference to Dual-earner Couples", Northern Arizona University, USA.

৯. Rahman, Mahbubur and Sorcar Nihar Ranjen (1981) "Working Women, Job Pressure and Marital Satisfaction", The Dacca University Studies, vol- 35 (Part A) pp- 112-124.

১০. Atchley R. (1982) "The Process of Retirement: Comparing Women and Men". In M. Szinovacz (ED) Women's Retirement: Policy In placation of Recent Research, Beverly Hills, Sage, pp- 153-168.

১১. Lee, Gary R. (1977) Age at Marriage and Marital Satisfaction: A Multivariate Analysis with Implications for Marital Stability, Journal of Marriage and the Family, Vol- 5 .No- 4 pp- 493-504.

১২. Grawford, Duane W. and Others (2002) "Compatibility, Leisure, and Satisfaction in Marital Relationships", Journal of Marriage and the Family Vol- 64, No- 2, pp- 433-449.

১৩. Beach, S.R.H, Whisman, M.A and O. Leary K.D, (1994) "Marital Therapy for Depression: Theoretical Foundation, Current Status and Future Directors, Behavior Therapy, 25, pp- 153-168.